মেহেরপুরে কৃষকদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে কাশ্মিরী আপেল কুল চাষ

গতানুগতিক আবাদ থেকে লাভবান না হওয়ায় ফরিদ উদ্দীন নামের এক কৃষকের সম্ভাবনাময়ী কাশ্মিরী কুল চাষে সাড়া ফেলেছে মেহেরপুরের গাংনীর চাষিদের মাঝে। দেখতে সুন্দর, সু-স্বাদু ও অধিক উৎপাদনশীল এই কাশ্মিরী কুল চাষ শুধু চাষী নয় বেকার যুবকদেরও হতে পারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

ইতোমধ্যে এলাকার কৃষক ও যুবকেরা কুল চাষের পরামর্শ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস। গতানুগতিক আবাদ থেকে ফিরে নতুন চাষে লাভবান হবে বলে আশায় বুক বেধেছেন জেলার অনেক কৃষক।

কুল চাষের বিষয়ে জানতে চাইলে জানা গেছে,বছর পাঁচেক আগের কথা। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের ব্যবসায়ি ফরিদ উদ্দীন তার ব্যবসায় একের পর এক লোকশান গুনছিলেন। স্থানীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি শুরু করেন পেঁয়ারা চাষ। এতে কিছুটা লাভবান হলেও ফল চাষের উপর ঝুঁকে পড়েন তিনি।

গেল বছর তিনি পরীক্ষামূলক কাশ্মিরী কুল চাষ শুরু করেন। এক বিঘা জমিতে কুল চাষে খরচ হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওই কুল বিক্রি করেন প্রায় এক লাখ টাকা। উৎপাদন খরচের দ্বিগুন লাভ হওয়ায় চলতি বছরে তিনি পাঁচ বিঘা জমিতে কুল চাষ শুরু করেন।

প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় লাল ও বাদামী রঙয়ের কুল শোভা পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে এবং সঠিক ভাবে বাজারজাত করতে পারলে এবার তিনি পাঁচ লক্ষাধিক টাকা আয় করবেন বলে আশাবাদী।

এদিকে কুল চাষসহ নানা ফল চাষে চাষিদের বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় এনজিও সংস্থা পিএসকেএস এর কৃষি ইউনিট বিভাগ। পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি ইউনিট বিভাগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন বলেও জানান স্থানীয় কুষক।

কাশ্মিরী কুল চাষি জুগিন্দা গ্রামের ফরিদ উদ্দীন জানান, থোকায়

ধোকায় যে কুল দোল খাচ্ছে সেটি শুধু তারই নয় এলাকার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের দ্বার উন্মোচনে আশা যোগাচ্ছে।

ধন মিয়ার সফলতা দেখে এ বছর প্রায় চাষী উৎসাহিত হয়ে প্রায় পনের বিঘা জমিতে এ কুল চাষ করেছে। তবে তারা এ বছর লাভবান হলে পরের বছর কৃষকের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

স্থানীয় অন্য এক চাষি আল আমিন হোসেন জানান, তিনি খোজ নিয়ে ফরিদ এর কুল বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি পরামর্শ ও কুৃলের চারা সংগ্রহ করে কাশ্মিরি কুলের আবাদ করবেন।

শুধু আল আমিন হোসেন নয়, এলাকার অনেক বেকার যুবকেরা কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কুল চাষে আগ্রহী করতে ফরিদ হোসেন সকলকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, অপার সম্ভাবনাময়ী এ কুল চাষ অত্যান্ত লাভজনক। স্বল্প পরিশরে ও স্বল্প খরচে অনেক লাভ করা সম্ভব তাছাড়া এ কুলে পোড়া মাকড়ের আক্রমন নেই তাই কোন প্রকার কীটনাশকের ব্যবহারও হয়না । এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও নেই।

মেপ্র/ আরপি

মুস্তাকিন বাঁচতে চাই

প্রতিটি মানুষ জন্মের পর কোনো না কোনো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু ৩ বছর বয়সী শিশু মুস্তাকিন আলীর বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন নেই। সে শুধু বাঁচতে চাই। জন্ম থেকে ব্যাধি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা।

শিশু মুস্তাকিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামের দিন-মজুর শমসের আলীর ছেলে।

মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলী জানান,৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন মজুরের কাজ করে সংসারের খাবার জোগাড় করায় কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারপর আমার

পরিবারের সবার ছোট মুস্তাকিনের টিউমার রোগের কারণে প্রতিদিন ৪শ টাকার ওষধ কিনতে হয়। আমি যা রোজগার করি প্রতিদিন তার দ্বিগুন টাকা ওষধ কিনতে বিভিন্ন মানুষের কাছে ধার-দেনা করতে হয়।

মুস্তাকিনকে দেশের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা টিউমার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশন করার জন্য কয়েক লাখ টাকা দরকার। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ আমার আদরের টুকরো মুস্তকিনের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা করলে,হয়তো মহান আল্লাহ তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেবে।

প্রিয় পাঠক,আপনার সামান্য সহযোগিতায় মুস্তকিনের হাঁসি ফুঁটতে পারে। তাই তাকে সাহায্যে করার জন্য মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলীর বিকাশ নং-০১৯৩৬২৮৯৭৩৫

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে। আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল

রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত সব কর্মকর্তা ও ফোর্সের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড, মাসিক কল্যাণ ও অপরাধ সভায় জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম মুরাদ আলী এ ঘোষণা দেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গ্রেফতার, সন্ত্রাস দমন, মাদক ও অপরাধ নির্মূলসহ আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় তাকে ২০১৯ সালের মেহেরপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এসপি এসএম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান রহমান।

এসময় সদর, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি ও

বিভিন্ন স্তুরের পুলিশ কর্মকর্তারা ও অন্য পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে পথরোধ করে শ্রমীকদের উপর হামলায় ৭জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ইকুড়ি গ্রামে পথরোধ করে গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীকদের উপর হামলা করেছে বলে জানা গেছে।

রবিবার বিকেলে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ইকুড়ি নামক স্থানে ঈদগাহের সামনে এ হামলার ঘটনায় ৭জন নির্মাণ শ্রমীক আহত হয়। আহতরা সকলে গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের বান্দিা।

তারা হলো খাঁ পাড়ার জান মোহাম্মদের ছেলে জাহাঙ্গীর (৩০), মসজিদ পাড়ার মৃত নফছদ্দিনের ছেলে নছরুদ্দিন (৪৫), মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে ছালাম (৪৭), শেখ পাড়ার মৃত কাফিরুলের ছেলে রঞ্জু(৪২), শেখপাড়ারর মৃত এলাহি বক্স’র ছেলে হারুন (৩০),নজরুদ্দিনের ছেলে নাজমুল(১৬) ও জাফের এর ছেলে লিটন (২০)।

আহতরা জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে একটি বিল্ডিং এর ঢালাই কাজ শেষ করে সকলে ট্রলি করে বাড়ি ফিরছিলো। গাংনীর হেমায়েতপুর বাজার পার হয়ে তাদের সামনে থাকা ইকুড়ি গ্রামের রাইতাল হকের ছেলে রাজা নামের এক ব্যাক্তি বিস্কুট বিক্রয় করা একটি গাড়ি (অবৈধ আলগামন গাড়ি টিন দিয়ে ঘেরা) শ্রমীকদের গাড়ির সামনে থেকে বেপরোয়াভাবে চালিয়ে আসছিল ও হঠাৎ করে বার বার ব্রেক করছিল।

এতে করে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মটোরসাইকেলও দূর্ঘটনার কবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও শ্রমীকদের ট্রলিটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। ফলে শ্রমীকদের কয়েকজন সামান্য আহত হয় বলে তারা জানান। এ

ঘটনায় স্থানীয়রা আলগামন চালক রাজাকে বকাঝকা করে। এতে করে সে স্থানীয়দের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে বিস্কুট বিক্রেতা শ্রমীকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

নির্মাণ শ্রমীকরা কিছুক্ষণ পর গাংনীর দিকে রওনা দিলে ইকুড়ি গ্রামে ঈদগাহের সামনে রাস্তায় গাছ ফেলে রাজার নেতৃত্বে আট থেকে দশ জন হাতে লাঠি সোঠা নিয়ে তাদের গতি রোধ করে অতর্কিত হামলা করে। এতে ৭জন শ্রমীক আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীক সমিতির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম বলেন আমাদের শ্রমীকদের উপর যারা হামলা করেছে তাদের বিচার চাই। এ ব্যাপারে তিনি গাংনী থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটিকে স্থগিত ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মেহেরপুর জেলা শাখার অন্তর্গত গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সোহান খান ও আরিফুজ্জামান আল ইমরানকে দিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত

কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সেলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এদিকে নতুন কমিটি স্থগিত হওয়ায় গাংনী উপজেলার পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাৎক্ষনিক ভাবে আনন্দ মিছিল বের করে। সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরের ট্রাফিক আইল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা কর্মীরা বলেন, এ কমিটি স্থগিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখছে।

নেতা কর্মীরা মনে করেন স্থগিত হওয়া কমিটি যেহেতু রাজাকার পুত্র ও জামায়াত বিএনপি পরিবারের পুত্রকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন করে আওয়ামী লীগের পরিবার থেকে নেতা কর্মীদের দিয়ে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত দেবেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীর ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮৯ সালের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ সালের এসএসসি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বন্ধু পুনর্মিলনী ২০২০ উনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী ভাটপাড়া ফুটবলমাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বন্ধু পুনর্মিলী অনুষ্ঠান উদযাপন করেন উক্ত সনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দরা। অনুষ্ঠানের আহবায়ক হেলাল উদ্দীনের পক্ষ থেকে বন্ধুদের মাঝে উপহার প্রদান করেন।

স্মৃতিচারণ মুলক বক্তব্য রাখেন আহবায়ক হেলাল উদ্দীনসহ অন্যান্য নানা কাজে নানা পেশায় কর্মরত বন্ধুদের নিয়ে স্বরচিত গান পরিবেশন করেন আবু হানিফ। হোমিও পেশায় নিয়োজিত বন্ধু ইয়ারুল ইসলাম ও ব্যাবসায়ি আরাফাত হোসেনের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি প্রানোজ্জল হয়ে ওঠে।
এসময় উপস্থিত ১৯৮৯ সালের ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রে মিলিত হয়ে আনন্দে উল্লাশে খোশ গল্প গানে আড্ডায় মেতে ওঠে।

ইসলামী যুব আন্দোলন মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

ইসলামী যুব আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর সদর উপজেলার নুরপুর কওমী মাদ্রাসা মসজিদে হাফেজ মাওলানা মুফতি শাহ হুজাইফা কে সভাপতি ও মাওলানা মো: আরিফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা মো: খাদেমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা ওমর ফারুক।

কমিটির অন্যান্য নির্বাচিতরা হলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মো: হাছান, অর্থ সম্পাদক মো: আব্বাস খাঁন, প্রচার সম্পাদক মো: আহাম্মেদ আলী, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক মো: ফিরোজ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো: ওমর ফারুক, দফতর সম্পাদক মো: আমিনুল ইসলাম।

জালনোট প্রতিরোধে মেহেরপুরে সচেতনতা মূলক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজিত জালনোট প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আলাউদ্দীন হোসেন ও গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে কৃষকের কলা ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামে চান মিয়া নামের এক কৃষকের এক বিঘা কলা ক্ষেতে ঝুলন্ত কলার কাদি কর্তন করেছে দূবিত্তরা।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এ কাদি গুলো কেটেছে বলে অভিযোগ করেন ক্ষেত মালিক। ক্ষেত মালিক ঢেপা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে চান মিয়া জানান, এক বিঘা জমি গ্রামের একজনের নিকট থেকে বর্গা নিয়ে কলার আবাদ করা হয়েছে। খরচ-খরচা করে কষ্ট করে কলা গুলো গাছ গুলোর পরিচর্যা করা হয়েছে।

কলা গুলো বেশ হয়েছে, অল্প কয়েকদিন পরেও বিক্রয় করা যেত কিন্তু

এর মধ্যে গতকাল রাতে কে/ কাহারা এ ক্ষতি সাধন করেছেন।

তিনি আরো বলেন, প্রতি দিনের মতই সকালে ক্ষেতে গিয়ে জমির অধিকংশ কলা গাছ গুলোর কাদি গুলোকে নিচে পরে থাকতে দেখতে পায়। এসময় নিজের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দেন তিনি।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করে বলেন কয়েকদিন আগে একটি ছাগল পন্টে দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় একজনের সাথে শত্তুতার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া আমার তেমন কারোর সাথে শত্তুতা নেই বলেও নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/ আরপি